1.6 শিক্ষার প্রকৃতি (Nature of Education)

প্রত্যেকটি মানবশিশু কতকগুলি সম্ভাবনা ও ক্ষমতা নিয়ে এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে। শিক্ষা শিশুর সেই জন্মগত সম্ভাবনা ও ক্ষমতাগুলিকে পরিপূর্ণভাবে বিকাশ সাধন করে। শিক্ষা হল শিশুর জীবনবিকাশের, ক্রমবিকাশের নিরবচ্ছিন্ন সামাজিক প্রক্রিয়া, যা প্রতিনিয়ত নিত্যনতুন অভিজ্ঞতা অর্জনের মাধ্যমে তার আচরণ

ধারার পরিবর্তন ঘটিয়ে পরিবেশের সঙ্গে সংগতিবিধানের সমর্থ করে তোলে। শিক্ষার পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য ধারণা অনুযায়ী আধুনিক শিক্ষার প্রকৃতি হল—

(1) **জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া :** শিক্ষা হল একটি জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া। শিশুর জন্মের পর থেকে মৃত্যুর আগে পর্যন্ত শিক্ষা চলতে থাকে। এই শিক্ষা সংগঠিত হয়ে থাকে অনিয়ন্ত্রিত (Informal) ও নিয়ন্ত্রিত (Formal) এবং প্রথামুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলির মাধ্যমে। শিক্ষাবিদ মুরে (Moore) বলেছেন, "Longer one lives, the more one learns." অর্থাৎ, 'যতদিন আমরা বাঁচি ততদিন আমরা শিখি।'

(2) **শিশুর বিকাশ প্রক্রিয়া :** শিক্ষা হল শিশু বিকাশের প্রক্রিয়া। শিক্ষা শিশুর সার্বিক অর্থাৎ দৈহিক, মানসিক, সামাজিক, নৈতিক ইত্যাদি সকল দিকের বিকাশের প্রক্রিয়া।

(3) **শিশুর অন্তর্নিহিত সামর্থ্যের বিকাশ :** প্রতিটি শিশুর মধ্যে ভবিষ্যতের অসীম সম্ভাবনা থাকে। শিশুর অন্তর্নিহিত সুপ্ত সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটিয়ে থাকে শিক্ষা। পেস্তালৎসি বলেছেন, "Education is defined as natural harmonius and progressive development of man's innate powers." অর্থাৎ শিক্ষা হল মানুষের অন্তর্নিহিত ক্ষমতার স্বাভাবিক সুষ্ঠু উন্নয়ন।

(4) **দ্বি-মুখী প্রক্রিয়া :** শিক্ষা হল দ্বি-মুখী প্রক্রিয়া। যার এক দিকে থাকে শিক্ষক, অপর দিকে থাকে শিক্ষার্থী। শিক্ষাবিদ **Adams**-এর মতে Education is a bi-polar process in which one personality acts on another to modify the development of other অর্থাৎ, শিক্ষা হল একটি দ্বি-মুখী প্রক্রিয়া, যেখানে এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির ওপর প্রতিক্রিয়া করে তার বিকাশ ঘটায়। সংকীর্ণ অর্থে শিক্ষায় শিক্ষককেই প্রাধান্য দেওয়া হয় শিক্ষার্থীর ভূমিকা শ্রোতা মাত্র।

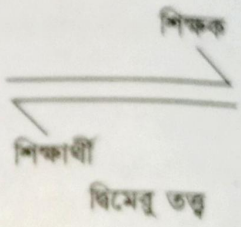

দ্বিমেরু তত্ত্ব

(5) **ত্রিমেরু প্রক্রিয়া :** শিক্ষার প্রকৃতি ত্রিমেরু। ত্রিমেরু প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শিশুর শিক্ষা সংগঠিত হয়ে থাকে। ত্রিমেরু হল—(i) শিক্ষার্থী, (ii) শিক্ষক, (iii) পরিবেশ / বিদ্যালয়। এই তিন মেরুর পারস্পরিক সম্পর্কের মাধ্যমে শিক্ষাকার্য সম্পাদিত হয়ে থাকে। শিক্ষার ত্রিমেরু তত্ত্বের ধারণা দেন শিক্ষাবিদ **J. E. Adamson**।

ত্রিমেরু তত্ত্ব

(6) **আচরণের পুনর্গঠন :** পরিবর্তনশীল সমাজ পরিবেশে শিক্ষা, শিশুর আচরণের পুনর্গঠন করে। অধ্যাপক ড্রেভার (Prof. Drever) মন্তব্য করেছেন, "Education is a process in which and by which knowledge, character and behaviour of the young are shaped and moulded." অর্থাৎ, শিক্ষা হল এমন একটি প্রক্রিয়া যার মধ্যে এবং যার দ্বারা শিক্ষার্থীর জ্ঞান, চরিত্র এবং আচরণের পরিবর্তন হয়।

(7) **সামাজিক সংগতিবিধান :** শিক্ষা হল এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার যা ব্যক্তিকে তার সামাজিক পরিবেশ অর্থাৎ পারিবারিক বন্ধু-বান্ধব, শিক্ষক এবং অন্যান্য সকল সমাজের সঙ্গে সংগতিবিধানের সাহায্য করে।

(8) **প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রক্রিয়া :** শিক্ষা হল শিশুর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ জ্ঞান অর্জনের প্রক্রিয়া। শিক্ষার্থী ও শিক্ষক মুখোমুখি সম্পর্কের মাধ্যমে যে শিক্ষা পরিচালিত হয়, তাই হল প্রত্যক্ষ শিক্ষা। কিন্তু শিক্ষার্থী যখন অনিয়ন্ত্রিত ও প্রথামুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষালাভ করে, তা হল পরোক্ষ শিক্ষা।

(9) **সামাজিক পরিবর্তনের হাতিয়ার :** শিক্ষা হল সামাজিক পরিবর্তনের একটি অন্যতম হাতিয়ার। শিক্ষা সমাজের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক প্রভৃতি সকল দিকের উন্নয়নের মাধ্যমে সমগ্র দেশে সার্বিক পরিবর্তন ঘটিয়ে থাকে।

(10) **লক্ষ্য নির্ভর :** সমাজের প্রতিটি মানুষের জীবনের লক্ষ্যপূরণ করাই হল শিক্ষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ব্যক্তি এবং সমাজের লক্ষ্যকে গুরুত্ব দিয়ে শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারিত হয়। এর ফলে ব্যক্তি এবং সমাজের সার্বিক অগ্রগতি বজায় থাকে।